দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 10 SEP 2007
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

৬ মাসে মাইগ্রেশন এক বছরের সংখ্যা ছাড়িয়ে গেছে

মেধাবীদের দেশের বাইরে চলে যাওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি

বিশৃংখল পরিস্থিতি কর্মসংস্থানের অভাব শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা মেধার অবমূল্যায়ন এ অবস্থার জন্য দায়ী

স্টাফ রিপোর্টার ঃ সম্প্রতি মেধাবীদের দেশের বাইরে চলে যাওয়ার প্রবণতা ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। এ তালিকায় শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার, আইটি স্পেশালিস্ট, একাউন্টেন্ট, কৃষিবিদ, ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট, গবেষক ও বিভিন্ন পেশার এক্সপার্টের সংখ্যাই বেশী। স্কিল মাইগ্রেশন, ফ্যামিলি মাইগ্রেশন, বিজনেস মাইগ্রেশন, স্কলারশিপের পাশাপাশি ব্যক্তিগত উদ্যোগে মেধাবীরা দেশ ছাড়ছেন। গত ছয় মাসে মাইগ্রেশনের সংখ্যা এতই বেড়েছে যে, তা বিগত এক বছরের মাইগ্রেশনের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। দেশে বিশৃংখল পরিস্থিতি, কর্মসংস্থানের অভাব, শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা, মেধার যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ায় অধিক সুবিধার প্রত্যাশায় মেধাবীরা দেশ ছেড়ে পাড়ি দিচ্ছেন বিদেশ। পর্যাপ্ত সুযোগের অভাবের কারণে মেধাবীরা উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন দেশ ছেড়ে যেতে। বিশেষজ্ঞদের মতে, মেধাবীরা দেশে তাদের মেধার রিটার্ন পাচ্ছেন না বলে দেশে থাকার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন। এদেশের মেধাবীরা বাইরে যাওয়ায় বিশ্বের অনেক দেশ উপকৃত হলেও দেশের কীর্তিসন্তান এ মেধাবীদের সেবা থেকে

পৃঃ ৫ঃ কঃ ৪

মেধাবীদের দেশের বাইরে

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বঞ্চিত হচ্ছে বাংলাদেশ। আইটি স্পেশালিস্ট, অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সমাজবিজ্ঞানী ও ইমিগ্রেশন কনসালটেন্টদের অভিমত হলো দেশে যথাযথভাবে মেধার মূল্যায়ন হচ্ছে না। মেধাবীদের কাজে লাগানোর নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে না। মেধাবীদের কাজের ক্ষেত্র ও পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে বিদেশে যাওয়ার প্রবণতা কমে যাবে। পাচার হওয়া মেধাবীরা দেশে ফিরে আসতে উদ্বুদ্ধ হবে। দেশ হবে উপকৃত, বিশ্ব প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের অগ্রগতি হবে। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মাইগ্রেশন সার্ভিসেসের তথ্য মতে, গত ছয় মাসে প্রায় ৫ সহস্রাধিক মেধাবী পেশাজীবী বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন দেশে পাড়ি দিয়েছেন। এদের মধ্যে শিক্ষক, একাউন্টেন্ট, কৃষিবিদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী। শুধু কানাডায় ২০০৪ সালে ২ হাজার ৩৭৪ জন, ২০০৫ সালে ৩ হাজার ৯৩৮ জন মেধাবী মাইগ্রেশন করেছেন। ২০০৬ সালে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইউকে, নিউজিল্যান্ডে প্রায় ৪ হাজারের অধিক মেধাবী মাইগ্রেশন করেছে। এছাড়া, এবছরের ফেব্রুয়ারী ও সেপ্টেম্বর সেশনে স্টুডেন্ট ভিসায় প্রায় ৩ সহস্রাধিক শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার জন্য দেশ ছেড়েছেন। যা বিগত এক বছরের সংখ্যার চেয়েও বেশী। স্টুডেন্ট ভিসায় যারা দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন এর ৮০ শতাংশ পড়ালেখা শেষে আর দেশে ফিরে আসেন না বলে জানা গেছে।

এদিকে ১ আগস্ট থেকে ইংল্যান্ডে ওয়ার্কিং হলিডে মেকার্স প্রোগ্রাম চালু হওয়ার ফলে ঢাকাসহ সারাদেশে ছাত্রদের মধ্যে এর ব্যাপক সাড়া পড়েছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ইনকিলাবকে জানান, আগের সরকারগুলোর সময়ে শিক্ষকদের মধ্যে হতাশা ছিল। তবে শিক্ষকরা আশাবাদী ছিলেন এ হতাশা একদিন থাকবে না কিন্তু গত ছয় মাসে নানা কারণে শিক্ষকদের হতাশা আরো বেড়েছে। শিক্ষকরা চায় সম্মান, চরিতার্থতা। কিন্তু তারা এটা পাচ্ছে না। তিনি বলেন, শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা আবার দেখা দিয়েছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, অথচ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো খোলা। এটা কি ধরনের নীতি। দেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি তাতে কোন কিছুই শিক্ষকদের জন্য আশাব্যঞ্জক হচ্ছে না। ফলে তাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে এক ধরনের হতাশা। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে শিক্ষকরা দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন। এটা গোটা জাতির জন্য দুশ্চিন্তার বিষয়। শিক্ষকদের মধ্যে সকলে টিচিং পেশায় নিয়োজিত হতে পারবেন কিনা জানি না। তবে তাদের শিক্ষা ও মেধা দিয়ে বিশ্বের যেকোন স্থানে ভালো কোন পেশায় শিক্ষকরা যুক্ত হতে পারবেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর এস আমিনুল ইসলামের মতে, মেধা পাচারের ঘটনা সম্প্রতি আশংকাজনকভাবে বেড়ে গেছে। এ প্রবণতা রোধ করা না গেলে ন্যাটিভ ল্যাভের জন্য অবদান রাখার আর কাউকে পাওয়া যাবে না। তিনি বলেন, ৭০-এর দশক থেকে বাংলাদেশ থেকে মেধাপাচারের প্রবণতা শুরু হয়। যার ফলে দেশের প্রযুক্তিসহ সার্বিক খাতে মেধা চলে যায় দেশ থেকে। এতে বিশ্বের অনেক দেশ উপকৃত হলেও ক্ষতি হচ্ছে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর। সবচেয়ে বড়কথা শুধু রেমিটেন্স নিয়ে ভাবলে চলবে না, মেধা ধরে রাখার বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। তা না হলে তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তিসহ প্রতিটি খাতে এদেশের মেধাবীরা অন্যত্র সার্বিক সুবিধা পেলে দেশ ছেড়ে চলে যাবেন। যারা যাবেন তারা আর ফিরে আসবে না।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান বলেন, দেশে মেধার যথাযথ বিনিয়োগ হচ্ছে না। দেশে থেকে বিভিন্ন সেক্টরের মেধাবীরা তাদের মেধার রিটার্ন পাচ্ছেন না। এ কারণে দেশ সেবার মানসিকতা অনেকের মধ্যে এখন আর নেই। বাধ্য হয়েই সুন্দর ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনের আশায় মেধাবীরা দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন। মূলত দেশ পরিচালনার অভাব, অস্থিতিশীল অবস্থা, দুর্নীতি এর জন্য কম দায়ী নয়।

নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটির ভিসি প্রফেসর ড. হাফিজ এ সিদ্দিকী ইনকিলাবকে জানান, শিক্ষকদের দেশের বাইরে চলে যাওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক। শিক্ষকরা এভাবে দেশ ছাড়লে শিক্ষা ব্যবস্থা সমস্যার মধ্যে পড়ে যাবে। বিষয়টি মেধাবী তৈরী হওয়ার পথে অন্তরায় হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের প্রফেসর ড. মজিব উদ্দিন আহমেদ জানান, আগে আমাদের দেশের একাউন্ট্যান্টরা তেমন রিকগনাইজড ছিল না। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের কয়েকটি দেশে বাংলাদেশী স্কিলডদের বেশ চাহিদা রয়েছে। দেশে ব্যবসা শিক্ষায় পর্যাপ্ত সুযোগ তৈরী হওয়ায় স্কিলড একাউন্ট্যান্ট গড়ে ওঠছে। কিন্তু চাকরি ক্ষেত্রে এদেশে তেমন সুযোগ সৃষ্টি হয়নি। এ কারণে স্কিলডরা দেশের বাইরে চলে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ছে।

সাবেক বিএমএ সভাপতি ডা. রশীদ-ই-মাহবুব বলেন, বর্তমানে দেশের হেলথ সেক্টরে জটিল অবস্থা বিরাজ করছে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের মধ্যে অনেকেই বিদেশ পাড়ি দিচ্ছেন।

বিশিষ্ট কৃষিবিদ মোঃ ফিরোজ আক্তার বলেন, দেশে-বিদেশে কৃষিখাতে কৃষিবিদদের বেশ চাহিদা রয়েছে। কৃষিবিদদের জন্য দেশে সরকারী চাকরিতেও রয়েছে অনেক সুযোগ। তারপরও বেসরকারী খাতে সুযোগ বেশী থাকায় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথাযথ মূল্যায়ন না পেলে মেধাবীরা অন্যত্র সুযোগ খোঁজে। তারই ফলশ্রুতিতে মেধা পাচারের ক্ষেত্র তৈরী হয়। এক্ষেত্রে মেধা পাচার রোধে সবার জন্য উপযুক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বীকৃতি আরো জোরদার করতে হবে। যাতে উচ্চ শিক্ষার কারণে কেউ দেশের বাইরে গেলেও স্বদেশেই ফিরে আসার আকুতি অনুভব করে।

সফটওয়্যার রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান বেসিসের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট রফিকুল ইসলাম ইনকিলাবকে জানান, সম্প্রতি আইটি সেক্টরের একটি বড় অংশ দেশ ছেড়ে যাচ্ছেন। আইটি সেক্টরে ডেভেলপমেন্ট নিয়ে সরকারের কোন উদ্যোগ নেই। এ সেক্টরে দেশে যতটুকু ডেভেলপমেন্ট হয়েছে তার সবটুকুর অবদান প্রাইভেট সেক্টরের। দেশের পলিসি মেকাররা এ বিষয়টি নিয়ে এগিয়ে না আসলে আইটি মেধাবীরা দেশ ছাড়তেই থাকবে। তিনি জানান, ২০০৫ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দেশের আইটি সেক্টরের গ্রোথ রেট ছিল শতকরা ১১৩ ভাগ কিন্তু ২০০৭ সালে এ গ্রোথ রেট নেমে শতকরা ২১ ভাগে এসে দাঁড়িয়েছে।